প্রথম আলো

তারিখ 16 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম 2

গণহত্যার স্বীকৃতি মেলেনি

বিশ্বের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাত্তরের গণহত্যার বিষয়টি পড়ানো হয়, বাংলাদেশে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পূর্ণশঙ্কর সাহা ●

বিশ্বের অন্তত সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হলেও দেশের মধ্যে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি পড়ানো হয়। এ ছাড়া পাঁচটি উপাদানের মধ্যে চারটি বিদ্যমান থাকলেও বাংলাদেশের ভয়াবহ গণহত্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বা জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়নি।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের গণহত্যা একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্থান পাচ্ছে, অন্যদিকে একাধিক বিদেশি গবেষকও একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু নিজ দেশের উচ্চশিক্ষায় বিষয়টি যেমন গুরুত্ব পায়নি, তেমনি এত বড় ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মেলেনি।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অ্যাডাম জোনস বলেছেন, বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হলেও তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি আজও; বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ', পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ হিসেবে দেখার তীব্র প্রবণতা রয়েছে। তাঁর মতে, একাত্তরে ৩০ লাখ মানুষের শহীদ হওয়া এবং আড়াই লাখ নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনাকে খাটো করে দেখার চেষ্টা চলছে।

২০১৪ সালে, মুক্তিযুদ্ধের ৪৩ বছর পরে, ঢাকায় এ কথাগুলো বলেছিলেন অ্যাডাম জোনস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসে 'দ্য বাংলাদেশ জেনোসাইড/ ইন কমপারেটিভ পারস্পেকটিভ' শিরোনামে একটি নিবন্ধে তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন। বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি এখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিরই অন্তর্ভুক্ত।

তবে সংজ্ঞাগত ও তাত্ত্বিকভাবেই বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনো কারণ নেই বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অব দ্য ক্রাইম অব জেনোসাইডে গণহত্যার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে। কোনো গোষ্ঠীর মানুষকে হত্যা, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম ক্ষতিসাধন, জীবনমানের প্রতি আঘাত ও শারীরিক ক্ষতিসাধন, জন্মদান বাধাগ্রস্ত করা এবং শিশুদের অন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

একাত্তরে পথেঘাটে এমন হত্যাদৃশ্য ছিল নিয়মিত। ছবিটি যশোর শহরের ● সংগৃহীত

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি (ডানে)। তাঁর পাশে বসা মিত্রবাহিনীর লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। অরোরার ঠিক পেছনে নৌবাহিনীর সাদা ইউনিফর্ম পরা ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণান ● ছবি : সংগৃহীত